মধুচক্রে একদিন

সসীম কুমার বাড়ৈ

লোকে বলত ঘোড়ারোগ। হ্যাঁ, প্রায় ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখত সে একজন মাল্‌টিন্যাশনাল কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেকটরস্ হবে। চালচুলোহীন যুবকের এমন কল্পনায় পরিচিতরা হাসত। কিন্তু তার লক্ষ্য স্থির অবিচল। নিজেকে ঘোড়া ভাবতেও দ্বিধা ছিল না তার। একটাই দ্বন্দ্ব ছিল তার, গতির স্বচ্ছতা রেখে শিখরে পৌঁছানো যাবে কিনা। সে বরাবরই জানত পেশীশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির মধ্যে পার্থক্য ও অলঙ্ঘনীয় যোগসূত্র আছে। যোগসূত্রটাই খুঁজে বের করেছিল বছর চুয়াল্লিশের যুবক সুজাত।

মিঃ সুজাত গুহ একজন বহুজাতিক সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ ।

ইন্টারকমের ওপারে সুন্দরী পি,এ,'র গলা– স্যার, এক ভদ্রমহিলা আপনার সাথে দেখা করতে চায়।

নাম কি ?... নাম বলছে না।... কেন দেখা করতে চায় কিছু বলেছে ?... আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

সুজাত তাদের কোম্পানীর ভারতে আর একটা প্রস্তাবিত প্রজেক্ট রিপোর্ট পড়ছিল। সিস্টার কনসার্নেও ফিউচার প্রফাইল তাকেই তৈরি করতে হবে। যদিও প্রত্যেক ডিরেকটরের মতামতের সমান গুরুত্ব। তবু সুজাত জানে তার রিপোর্টই চুড়ান্ত। কারণ তার মত বাজারের গতি প্রকৃতি, নাড়ি নক্ষত্র আর কেউ স্টাডি করতে পারে না। তার চোখের মধ্যে ভোক্তা চাহিদার লেখচিত্র আঁকা হয়ে যায় প্রতিনিয়ত।

দরজা ঠেলে বছর পঁয়ত্রিশের এক ভদ্রমহিলা ঢুকল। ক্রিম রঙের চেহারা। হাল্কা মাখন সিল্ক শাড়ীতে ভেসে যাচ্ছে তার পুষ্ট শরীর। চোখের কোণে সামান্য কালি, যেন ক্লান্ত উদাসীন চোখ। তবু এখনও প্রথম দর্শনে যে কোন পুরুষের চোখের তারা নেচে ওঠার মতো সুন্দরী।

সুজাতের খুব চেনাচেনা মুখ। অথচ লিঙ্কেজটা মাথায় আসছে না কিছুতেই।

আমি শতরূপা মৈত্র।

এক লহমায় পনের বছর পিছনে ফিরে গেল সুজাত। তখন সে কোম্পানীর ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ দাসের সি,এ. হলেও মূল কাজটা হল দাস সাহেবের ফাই ফরমাস খাটা। মেয়ের ভর্তির সময় কলেজে কলেজে ফর্ম তোলা। আর তার বউকে তুষ্ট রাখা। দাস সাহেবের অনেক গোপন ব্যাপার স্যাপার জানত সুজাত, আবার বিভিন্ন মাধ্যম থেকে ইনফর্মেশন যোগানোর ব্যাপারেও সে সিদ্ধহস্ত। সে কাজগুলো এমন সুচারুভাবে করত যে সব সাহেবই চাইত সুজাতকে সি.এ.হিসাবে। সেদিন বিকালে ডাক পড়ল চিফ মার্কেটিং ম্যানেজারের চেম্বারে। নর্থ ব্লকে দোতালায় বিশাল এসি চেম্বার। চিফ সুজাতাকে বেশ খাতির করেই বসতে বলল– বুঝলে সুজাত আমাদের কোম্পানীর সামনে বিরাট প্রোসপেক্ট। তা প্রায় দু'আড়াই কোটি ডলারের কনসাইনমেন্ট।

স্যার।

সাপ্লাই অর্ডারটা পেলে কোম্পানী একটা আলাদা জায়গায় চলে যাবে। তুমি আমাদের এ ব্যাপারে অনেকটা হেল্প করতে পার।

স্যার আমি ! সুজাত অবাক হল।

স্পেন থেকে থ্রি মেন এক্সপার্ট টিম আসবে। তোমাকে তাদের রিফ্রেসমেন্টের ব্যাপারটা দেখতে হবে।

স্যার , আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

কাম অন ইয়ং ম্যান। অভিজ্ঞতা দিয়ে কেউ জন্মায় না। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সবাইকে একদিন শুরু করতে হয়। তুমি পারবে। আমরা শুনেছি তুমি স্প্যানিশটাও মোটামুটি রপ্ত করেছ।ইয়োর কমুনেকেটিভ স্কিল ইস বেটার দ্যান অ্যানি বডি এলস্ । ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ অ্যানি থিং।

ইনক্লুডিং থ্রি ম'স। এই দত্তকে চেন? ও সব দিক সামলে নেবে। দত্ত ধূতিটা ছাড়ল না আর ইংরাজি শিখল না। নইলে... ।

দত্তকে কে না চেনে। কোম্পানীর সাহাগঞ্জ ইউনিটে পেছনে সবাই তাকে শেয়াল বলে ডাকে। সে নিজে ও সে কথা জানে। কিন্তু দত্ত কারোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে শোনা যায়নি। মাস্টার রোলে দত্তর নাম আছে। বেতন সামান্যই। কিন্তু তার দ্বার অবারিত। দত্তবাবুর কাজটা যে কি কোন শ্রমিক জানে না। দেখা হলে সবার সাথে হেসে কথা বলতে বলতে ফুরুৎ। কোথায় যে হাওয়া বয়ে যায়। হাওয়ায় হাওয়ায় বোধ হয় লোকটা জেনে যায় কোম্পানীর নাড়ি নক্ষত্র। লোকটার গায়ে মেদ লাগল না একটুও কোনদিন অথচ তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত হয় প্রতিনিয়ত।

দত্তবাবু ব্রান্ড নিউ কন্টেসা গাড়ি থেকে নামতে নামতে একগাল হেসে বলল- চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন ভায়া। এমনিতেই লোকটার উপর রাগ হচ্ছিল। তিনটে থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে। যাদের আসার কথা ছিল তাদের পাত্তা নেই। তার উপর উল্টো প্রশ্ন। সুজাত একটু ভারী স্বরে বলল– দাদা আপনার কলগার্লরা কোথায় ?

দত্ত মুখের উপর আঙ্গুল চেপে বলল– চুপ চুপ। ওভাবে কথা বলো না। কেন দেখতে পাচ্ছ না ওদের ? সুজাত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তেমন কেউ নেই। একটু দূরে অবশ্য তিন যুবতী। ক্যাট ক্যাট চেহারা। বেশ অভিজাত ঘরের মেয়ে। এরা মোটেই বাজারী মেয়েছেলে হতে পারে না। দত্তবাবু সুজাতের অবস্থা বুঝে সুবেশা নারীদের ডাকল ইশারায়। পার্ক স্ট্রীটের এই জায়গাটায় অনেক মেয়েদের হাঁটাচলা র‍্যাম্পে হাঁটার মতো। দত্তবাবুর ইশারা পেয়ে মেয়ে তিনটি প্রায় বিউটি কনটেস্টের ঢং এ এগিয়ে এলো। সুজাতের চোখ ছানাবড়া। দত্তবাবু সুজাতকে হাল্কাভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, এ হল মিস্ দেবলীনা সেন, মিসেস ভাস্বতী সরকার আর মিস্ শতরূপা মৈত্র। আর এই লাজুক ভাইটি হল সুজাত গুহ। হোটেলে তোমাদের কাজ বুঝিয়ে দেবে। তাহলে চলি। দেবলীনা এগিয়ে এসে দত্তবাবুর চিবুক নাড়িয়ে দিয়ে টুক করে গালে চুমো খেল– সোনা দত্তদা। দত্তবাবু হাসি মুখে ফুরুৎ। সুন্দরীর হাটে সুজাত একা কুম্ভ।

কন্টেসা গাড়িটা ছুটছে পার্কস্ট্রীট ধরে ই.এম.বাইপাশে একটি ফাইভ স্টার হোটেলের দিকে। উত্তর আধুনিক তিন রমণী ইয়ার্কি ঠাট্টায় মশগুল। এদের মধ্যে কেউ পূর্ব পরিচিত নয় অথচ কতকালের যেন সখ্যতা। এই মশগুলতায় হাড়কাটা গলির দৈন্যতা নেই। যদিও কাজ সেই আদিম কাল থেকে একই, পুরুষদের মনোরঞ্জন। ফাইভ স্টার হোটেলের এ.সি.স্যুট আর নিষিদ্ধ গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরের যা পার্থক্য। গাড়ির ভিতরে ব্যাক মিররে ভেসে উঠেছে শতরূপা মৈত্র। শরীরের সবটাই যেন মাপা, টিকলো নাক, তীক্ষ্ণ চোখ। ক্রিম রঙের স্কিনটাইট থ্রি ফোর্থ ট্রাউজার। হাল্কা লাল সাদা প্রিন্টেড টপ। গাড়ির আয়নায় নাভিমূলের মাদকতায় আটকে গেছে সুজাতের চোখ। সুজাতের বিশ্বাসকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এক একটা প্রশ্ন–কিসের টানে ছুটছে এরা। শুধুই টাকা ? না জৈবিক চাহিদা পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে সমাজ। তবে এটা ঠিক বীরভোগ্যা পৃথিবী, ধনীভোগ্যা সুন্দরী। সুজাতের মধ্যে অভাবের হা-হুতাশ তীব্র হয়। এখন মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে বড় ক্লিসে মনে হয় তার।

জীবন একটা ওত পেতে থাকা শিকারী, সুযোগের আশায়। সুযোগ আসলেই কোনো দিন। যোগ্য জহুরী চিনে নেয় মুহূর্তটা। প্রথম আসা সুযোগ। উন্নতির সিঁড়ি যেন পাতাই ছিল, সুজাত শুধু পা মিলিয়েছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপ শতর্রূপা মৈত্র তার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই রূপের আগুন-

আহা দাঁড়িয়ে কেন ? প্লিজ সিট ডাউন।

যাক, চিনতে পেরেছেন।

সুজাত কলিংবেল বাজাল- কোল্ড অর হট ?

অ্যাজ ইউ লাইক। স্মিত হেসে শতরূপা বলে।

সুজাত বেয়ারাকে দুটো কোলাড কফি দিতে বলল। বেয়ারা চলে যাওয়ার পর তার চোখ সরাসরি শতরূপার চোখে-

কেমন আছো বল।

আপনারা যেমন রেখেছেন।

আমরা রাখার কে ? যে যার জীবন বেছে নেয়। আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছে স্বনির্বাচিত জীবন কেমন চলছে।

আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার কোনো অভাব আছে ? গাড়ি, বাড়ি, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সবই আছে। প্রথম যে দিন আমাকে ট্রিপল সিক্স নং স্যুটে পাঠালেন সেদিন ও কিন্তু আমার কোন অভাব ছিল না, অন্তত আমার না হোক বাবার সবই ছিল। কিন্তু শরীরে লাভার মতো লকলকে যৌন চাহিদা ছিল। আর তখনই এল অফারটা। খোদ ইটালিয়ান মার্সেন্টের বিছানায় রাত কাটাব ভাবতেই কেমন আচ্ছন্ন হয়েছিল আমার ভালমন্দ বিশ্বাসবোধ। কিন্তু এখন অসংখ্য অনুভূতি দিয়ে এটা অন্তত বুঝেছি স্বদেশী খাদক আর বিদেশী খাদকে পার্থক্যে নেই। ছিঁড়ে ঘেঁটে দেয় সাজানো বাগান। অথচ এরপর আর ফেরা যায় না, প্রস্টিটিউটের মতো চোখ রাঙানো মাসল্‌ম্যান হয়ত নেই। কিন্তু জাঁকজমকের নেশা পেয়ে বসেছে সারা শরীরে। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষগুলোর মুখোশের আচ্ছন্ন করা টান কেউ অস্বীকার করতে পারে?

শরীরের রোগ আস্তে আস্তে মরে যায়। অত অল্প পরিশ্রমে মোটা টাকা আয়ের রাস্তা কেউ ছাড়তে পারে না। আর টাকাইতো পাল্টে দেয় চারপাশটা। স্বামী সংসার পেতে, সন্তান উৎপাদনে কোন অসুবিধা নেই। শুধু একটা নষ্ট শরীর নিয়ে ঘুওে বেড়াতে হয় এই যা। হাড়কাটা গলিতে যারা সস্তা রং মেখে দাঁড়ায় তাদের সাথে আমি নিজেকে আলাদা ভাবে মনে করি না।

শতরূপার দীঘল চোখের কোণে আর্দ্র চিক্‌চিক্। শতরূপার সুখী চেহারায় ফুটে উঠেছে দহনের যন্ত্রণা। সে কি নিজের কথা বলে হাল্কা হতে চায়। না কৈফিয়ত চাইতে এসেছে ? সুজাত ভিতরে ভিতরে মিঁইয়ে যায় আত্মগ্লানিতে।

না মিঃ সুজাত, যা ভাবছেন তা নয়। আমি কোন কৈফিয়ত চাইতে আসিনি। আমি তো কচি খুকি ছিলাম না। জিও ফিজিক্স নিয়ে এম.এসসি.ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছিলাম। পৃথিবীর উত্তাপের কারণ জানতাম, অথচ নিজের শরীর মনকে চিনতাম না তা কখনও হয় ? আর দত্তবাবুদের দেখছেন না, তারা আমাদের মতো সেক্সি গাইদের শরীরের হিট মেপে বেড়ায় মোটা টাকার লোভে। আসলে আমরা আমাদের শরীরের কাছে বিকিয়ে যাই। যাকগে এবার বলি কেন এসেছি।

সুজাতের মুগ্ধ চোখ বর্ণময় শতরূপাকে তখনও চেটে যাচ্ছে প্রথম দিনের মতো। শতরূপার কথাগুলো খুব একটা যে তার কানে গেছে তা নয়, তবু সুজাত খানিকটা সতর্ক।

জানি আপনার এ জায়গায় আসার প্রথম ধাপ ছিলাম আমরা। কিন্তু সুজাত বাবু আগুন নিয়ে খেলে হাত পোড়ায়নি এমন লোক সারা দুনিয়ায় কিন্তু কম আছে। আমরা যত মূল্যবোধ হারাচ্ছি ততই চারপাশের পরিধি ছোট হয়ে আসছে। হয়ত লালবাতি এলাকা ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে সিভিল এরিয়াগুলোকে। একটু সাবধান থাকবেন। সুজাতাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে পড়ল শতরূপা। শতরূপার গ্রীবায় তখন আটকে যাচ্ছে সুজাতের চোখ। সুজাত হয়ত জানে না মস্তিষ্কে চর্বি জমলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়।

২

গাড়ি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কৌরিতা কোন কারণে ক্ষেপে রয়েছে। জানালার কাঁচ ভেঙে ফ্লাইংসসারের মতো উড়ে আসছে কাপ ডিস। গোটা বাংলোয় নিজেদের লোক বলতে কৌরিতা একা। সুজাতের বাবা-মা নারকেলডাঙায় ঘিঞ্জিতে থাকে এখনও। সুজাতের চার একরের উপর

অট্টালিকা বাংলোয় নাকি তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। বড়লোক সন্তানদের বাংলোয় গরিব বাবা মা-দের দম বন্ধ হওয়ার গল্পটা সেই প্রাচীন। দু'পক্ষেরই সুবিধা বাবা-মা পালিয়ে বাঁচে আর সন্তানরা আওড়ে যায় মুখরক্ষার গল্প।

কৌরিতারও কোনদিন সুজাতের বাবা-মাকে কালচার্ড মনে হয়নি। আর সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স-এ কুক, আর্দালীসহ অনেকে থাকে। সবাই মিলে তটস্থ হয়ে থাকতে হয় সাহেব বিবির মর্জির ভয়ে। নির্ঘাত তাদের কোন একজন চটিয়েছে কৌরিতাকে। দু'তিন বার বেল বাজাতে কৌরিতাই দরজা খুলে দিল। দরজা থেকে অনেকটা দূরে শামুকের মতো গুটিয়ে আছে অ্যাটেনডান্ট সবিতা। কৌরিতার রুদ্রমূর্তি ঠাণ্ডা করার জন্য সুজাত বলল–শান্তি শান্তি।

রাখো তোমার শান্তি। ওকে আমি মেরেই ফেলব। তোমার বেলজিয়াম ডিনার সেটের একটা ডিস ভেঙে ফেলেছে। সুজাতের হাসি পেল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। একটা ডিসের বদলে ক'টা গেল তার হিসেব আছে ! মুখে কিছু বলল না– আচ্ছা আমি দেখব। ডাইনিং রুমে চলো। তুই দাঁড়িয়ে আছিস এখনও, যা এখান থেকে।সবিতার ধড়ে প্রাণ এলো, এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

কৌরিতার এ অসহিষ্ণু আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না সুজাত। বিয়ের আগে থেকে কৌরিতা এন.জি.ও.-র আংশিক সময়ের উপদেষ্টা। তারা মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। আয় অনেক। সুন্দরী মেয়েদের গাঁটে পয়সা থাকলে ধরা পড়ে ঠাটবাটে। কৌরিতার ঠাটবাট, আর বাইরে কাজ নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি সুজাত। ব্যক্তিস্বাধীনতায় বা নারীস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হতে পারে ভেবেই হয়ত সযত্নে এড়িয়ে গেছে কৌরিতার কর্মজগৎ।

কৌরিতার আচরণে সুজাতের মনে কেমন খটকা লাগে। সামান্য একটা বেলজিয়াম কাঁচের ডিস্ ভাঙতেই গুঁড়িয়ে যাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের সব মডেল ?

সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে রয়েছে কৌরিতা।

এসি চললেও অদ্ভুত ধরনের গুমোট অনুভব করে সুজাত। দক্ষিণা কাঁচের জানালা খুলতেই এক ঝাপটা হাওয়া ঢুকল ঘরে। সুজাত সোফার কাছে গিয়ে বলল– কৌরি. চলো নাইট ক্লাবে যাই।

কৌরিতার চার নম্বর পেগ চলছে। এক এক পেগ হুইস্কি নিচ্ছে আর উদ্বেল হয়ে উঠছে। ব্যাকলেস টপে আলো আঁধারী কৌরিতা লাস্যময়ী, সুজাত তার সাথে আর পা মেলাতে পারছে না। ওয়েস্টার্ন মিউজিকের তালে তালে কৌরিতার পা যেন আপনা আপনি নেচে উঠছে। ভুল হচ্ছে সুজাতের। স্টেপ জ্যাম্প বারে বারে। সবে সাবালক হওয়া কলকাতা যেন ভেঙে পড়েছে নীল রাত্রির ইশারায়। জোড়া পাখিদের উৎসব, সপিং মল, মাল্টিপ্লেক্সে যাওয়ার মতো নাইট ক্লাবেও জলবৎ তরলং। কৌরিতাকে যত দেখছে অবাক হয়ে যাচ্ছে সুজাত। সুজাত কৌরিতাকে নিয়ে আগে কখনও নাইট ক্লাবে আসেনি। বরঞ্চ এই নিয়ে সুজাতের বাইশবার। কখনও স্ট্যাগমান। কখনও বা কাপেল। প্রতিবারই যোগাড় হয়ে গেছে কোনো না কোনো সুন্দরী রমণী। নাইট ক্লাবে নিজের বউ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুজাতের মধ্যে একটা অদৃশ্য লক্ষণরেখা কাজ করে। আর যখন পয়সায় মেলে যুবতী পার্টনার। কিন্তু এই কৌরিতা তার বড় অচেনা, অজানা। সুজাতের বাহুর মধ্য থেকে কৌরিতা এগিয়ে গেল অ্যাংলো চেহারার একটি মেয়ের দিকে– হায় অ্যালেন।

হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ। আফটার লং ডেস ব্যাক– বলেই কৌরিতাকে জড়িয়ে ধরে কোমর দোলাতে লাগল অ্যালেন। মাইক্রো মিনি টিউব টপে শরীরে সমস্ত বাড়তি অংশে উগ্র হিন্দোল। কোমরের নীচের অংশ যেন তানপুরা। সুজাতের চোখে প্রত্যেকটি জিনিসের দু'তিনটি বিম্ব হয়ে যাচ্ছে। সুজাত বরাবরই মাল্টি ইমেজ আসার আগে পেগ নেওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এখন চায় না হুইস্কির ফোয়ারা শেষ হোক। সুজাতের চোখে কৌরিতার মুখ এক থেকে বহু হয়ে যাচ্ছে। তখনই অ্যালেনকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি মেয়ের বুক থেকে এক যুবককে প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে

ছিনিয়ে নিল কৌরিতা–মাই ডিসুজা, কতদিন পরে তোমার সাথে দেখা। ডিসুজার কোমর জড়িয়ে নাচতে লাগল কৌরিতা। কৌরিতার সমস্ত শরীর ডিসুজার বন্ধনে। সুজাত ঘোরের মধ্যেও বুঝতে পারছে এ হল আসল ক্যাসিনোভা। মত্ত হরিণটা কোনোভাবে ম্যানেজ করে ঢুকেছে ক্লাবে। কিন্তু ডিসুজা কৌরিতার হঠাৎ দেখা কোন পুরুষ নয়।

কৌরিতার সমস্ত শরীর নগ্ন হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। কৌরিতার খেয়াল নেই ব্যাকলেস টপ অনেকটা নেমে গেছে, নগ্ন স্তনদ্বয় ডিসুজার পৌরুষ বুকে দলামথা ঘাস। সেই অবস্থায় যেন কৌরিতা প্রলয় নৃত্য নেচে যাচ্ছে আর নিমেষে শেষ করে দিচ্ছে একের পর এক পেগ হুইস্কি -রাম। সুজাতের মাথায় খুন চেপে যাওয়ার মতো অবস্থা। টালমাটাল পায়ে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয় ডিসুজাকে। কৌরিতাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় গেটের দিকে না–, আমি কিছুতেই যাব না।। সব কিছু ধ্বংস করে দেব। কৌরিতার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আর প্রাণপণে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

৩

স্টিয়ারিং হাতে সুজাত টের পায় স্রোতের মতো একটা অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে শরীরে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছিল। আনন্দ উপভোগের দরকার একটা সাময়িক নির্জনতা। বিয়ের প্রায় দশ বছর বাদে কনসিভ করেছে মৌরিতা। কোটি মানুষের দেশে এমন মুহূর্ত তো কত লোকের জীবনেই আসে। তবু অনুভূতিটা একান্তই তার একার। বাড়ুক না আর একটি মানুষ একশো কোটির দেশে। আলোবাতাস দেওয়ার মতো সামর্থ সুজাতের আছে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল সাইঙ্গ সিটি আইল্যান্ড ক্রসিং সিগনালে। তর সইছে না তার। গাড়িটাকে পারলে তির বনিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় সে কৌরিতার কাছে। কৌরিতা জানুক সুজাত বাবা হতে চলেছে।

কৌরিতা আধশোয়া অবস্থায় ছিল। সুজাত ঘরে ঢুকেই তাকে আড়কোলে তুলে নিয়ে পাক খেতে খেতে বলল–ইউরেকা, ইউরেকা। কৌরি তুমি মা হতে চলেছ। কৌরিতা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সুজাত প্রথমে ভাবল কৌরিতা আনন্দ না চাপতে পেরে কেঁদে ফেলেছে। কিন্তু কৌরিতার চোখে জলের ধারা থামছে না। সুজাত তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল–

কৌরি কাঁদছ কেন ?

কৌরিতা চোখ বন্ধ করে বলল–যে আসছে সে কাদের সন্তান ?

মানে ? আমাদের সন্তান। তুমি এ ধরনের প্রশ্ন করছ কেন ? সে কৌরিতাকে খাটের উপর বসিয়ে দেয়।

হ্যাঁ, তোমার আমার বায়োলজিক্যাল বেবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পরিচয় কি হবে ?

ইউ আর টকিং ননসেন্স। তোমার আমার

সন্তান হলে আমাদের পরিচয়ই তার পরিচয়। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ।

আচ্ছা সুজাত, তুমি গত ফরটিনথ মে কোথায় ছিলে রাত দশটায়। কৌরিতা মাথা তুলে সুজাতের দিকে তাবায়।

সুজাত খানিকটা থতমত খেয়ে বলে– কেন, কেন, আমাদের কোম্পানীর ইস্ট এশিয়া ডেলিগেট্স মিট ছিল তাজে। সেখানে ছিলাম।

ডেলিগেট্স মিট শেষ হয়েছিল চারটের সময়। রাত দশটায় তুমি ছিলে ডায়মন্ড হারবার রোডে মিস্টার সেনের বাগানবাড়ি প্রিন্সে। মধুচক্রে। মধুচক্রটা মিঃ অ্যান্ড মিসেস সেন চালায়। রির্সট টাইপের বাড়ির দোতলায় বসেছিল আসর। শুধু তোমার জন্য বসানো হয়েছিল আসর। বাইরের কোন এক ডেলিগেট ছিল তোমার স্পনসর।

সুজাত শামুকের মত গুটিয়ে যায়। তবু কিছুটা মরিয়া ভঙ্গিতে, অস্ফুট স্বরে বাধা দেয়– গল্প বানিও না কৌরি ।

গল্প নয়। তুমি তখন নেশায় বুঁদ হয়েছিলে। তিন চারটে অর্ধ নগ্ন মেয়ে তোমায় ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল। সাজিয়ে দিচ্ছিল গ্লাস ।
তুমি এসব জানলে কি করে– সুজাতের গলায় আত্মসমর্পণের স্বর।
আমি ঘরে ঢুকতেই অন্য মেয়েরা চলে গেল। ডিম বাতিতে আলো আঁধারী ঘর। তবু তোমাকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। তোমার কাছে গিয়ে আস্তে করে বললাম–সুজাত বাড়ি চলো। তখন আর এক পেগ নিজেই ঢেলে নিলে– কেন বাড়ি যাব।

আমি বললাম– আমি তোমার বউ। তুমি তখন চুড়ান্ত নেশার ঘোরে। খিস্তি দিয়ে বললে– ব্লাডি বাস্টার্ড। বেশ্যাখানায় এলে সবাই সতী সাজতে চায়।

আমি আর তোমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাইনি চিল্লাচিল্লির ভয়ে। পাছে ধরা পড়ে যাই। সেন বাবুরা তো আর জানে না আমি তোমার বিয়ে করা বউ।
তোমার মনে পড়ে আমাদের যে দিন পাকা দেখা হয়েছিল সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল আমার চাকরি থাকবে কিনা। মানব সম্পদ উন্নয়নের নামে যে খেলায় মেতেছিলাম অনেকগুলো বছর তাকে কি করে বাদ দিই এক ফুৎকারে। লোভ, লালসা আর নিত্য নতুন মানুষের শরীর পাওয়া নিয়ে কি যে গভীর শয়তান বাসা বেঁধেছিল। ফিরে আসতে চেয়েও পারিনি, বারবার হেরেছি মনের সাথে যুদ্ধে। তুমি যদি স্বৈরাচারী হয়ে আমায় আটকে রাখতে ঘরের কোণে, তাহলে হয়ত এমন সংকট আসত না কোনো দিনও। ভবিতব্যই ছিল। কৌরিতা আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দেয়।

তুমি আমাকে ভোগ করলে অন্য পুরুষরা যেমন ছিঁড়ে আঁচড়ে দেয় বাজারী মেয়েছেলেদের। অন্য কেউ হলে প্রোটেকশন নিতাম, তোমার সাথে কি নেব। দশ বছর ধরে ঘর করছি একটা বাচ্চা এলো না গর্ভে। আর তুমি ও চিনতে পারলে না নিজের বউকে। শুধু একবার শরীরে নাক ঘষতে ঘষতে বলেছিলে কৌরিতার গন্ধ। হ্যাঁ কৌরিতা এক ধরনের জংলি ফুল। সব ফুলেরই তো গন্ধ থাকে। আমার সারা শরীরে বাসি পচা গন্ধ। সে রাতের জন্য পেয়েছিলাম কড়কড়ে ত্রিশ হাজার টাকা। আর এমনই কপাল মধুচক্রে বেচা শরীরে নিষিক্ত হল তোমার শুক্রাণু। আগেই বুঝেছিলাম শরীর ভারী হয়ে উঠছে, সন্তান আসছে। নাইট ক্লাবে নেচে ঝরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম পাপ। কিন্তু নাচলেই কি পাপ খসে যায়? তুমিই বল মধুচক্রের এই বাচ্চা আমাদের কে ? এর পরিচয় কি ?
সুজাতের চোখের সামনে অকেগুলি তীব্র আলো যেন দপদপ করছে। সাদা-কালো। সবুজ-হলুদ-লাল। লাল আলো ক্রমশঃ ছেয়ে দিচ্ছে আকাশ-বাতাস। হাজার হাজার লাল বাতি নেচে যাচ্ছে মাথার কোষে কোষে। কানের পাশে শতরূপা চিৎকার করে বলছে– লালবাতি এলাকা, লালবাতি এলাকা। বুঝলেন সুজাত, তলিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, মন্দির নিষিদ্ধ এলাকায়। কৌরিতার সন্তান কি করে থাকবে তার বাইরে ? ভাঙনের ঘূর্ণাবর্তে সুজাত-কৌরিতা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে গভীর অতল শূন্যতায়।

সসীম কুমার বাড়ৈ, কোলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭